সিকিম হিমালয়ের আদিবাসী---লাচেন পা

সঞ্চিতা চট্টোপাধ্যায় ঘটক

ভারত উপমহাদেশের উত্তরে চিরতুষার আবৃত হিমালয় আমাদের সীমান্তে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার ধরে পাহারা দিচ্ছে। উত্তর পশ্চিমের কীর থেকে উত্তর-পূর্বের অণাচল হয়ে তার দখলসীমা দক্ষিণমুখী হয়ে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। এহেন বিশাল হিমালয়ের কোলে যে বিচিত্র মানুষের আবাসস্থল থাকবে তা তো স্বাভাবিকই। এদের মধ্যে একটা ভাগ হলো তফসীল আদিবাসী। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়ে এরা প্রধানতঃ ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর লোক।

পূর্ব হিমালয়ের সিকিম হিমালয় যার মাথায় পরিহিত সূর্যকরোজ্জ্বল কাঞ্চনজংঘার মুকুট, পরনে অর্কিডের ভূষণ, গলায় দুলছে বিচিত্র রঙ-এর রডোডেন্ড্রন পুষ্পের মালা আর পায়ে তিস্তা তার লাচেন, লাচুংদের নিয়ে নুঝুনু শব্দে নৃত্যের তালে তালে নূপুরের নিক্কণ তুলে বয়ে চলেছে। শীত এখানে তুষারাবৃত। গ্রীষ্ম আবির্ভূত হয় শিবসুন্দর মূর্তিতে। আর বর্ষা আসে শ্যামল সুন্দর মনোহর বেশে। মনোমুগ্ধকর শরৎ ও বসন্ত কিন্তু ঝলমল রোদে উদ্ভাসিত। এহেন প্রকৃতির বুকে এখানে আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে ভুটিয়া ও লেপচা অধিবাসীরা। Bod বা Bhot বা ভুটিয়া হিমালয়ের আদিবাসীদের মধ্যে একটি প্রধানতম উল্লেখযোগ্য গোষ্ঠী। তিববতী ভাষায় তিববতকে বলে Bot। এখান থেকে হিমালয়ের কোলে বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন কারণে তিববতীরা এসে Bod/Bhot/ভুটিয়া নামে পরিচিত হয়েছে। সুন্দরী সিকিম হিমালয়ের তুষারমৌলি কোলে এই ভুটিয়া সম্প্রদায়ের একটি গোষ্ঠী হলো লাচেন-পা।

সিকিমের প্রধান নদ তিস্তা। আর লাচেন-চু হলো তিস্তার একটি উপনদী, 'চু' মানে নদী। লাচেন নদী উপত্যকায় অসংখ্য উপনদী রয়েছে যেমন জেমু-চু, বুম-চু, কালেপ-চু, ছোপতা-চু ইত্যাদি। এগুলো তুষারবৃত পর্ববতশৃঙ্গ (Khang) থেকে উৎপন্ন হয়ে লাচেন উপত্যকায় প্রবাহিত। এরূপ কয়েকটি Khang হলো লামগাপু, ফাটক,গউ, ছুমুইউমু, পেমেখানছি ইত্যাদি। উত্তর সিকিমের লাচেন-চুর উপত্যকায় বসবাসকারী ভুটিয়াদের লাচেন-পা বলে। এরা তিববত থেকে প্রতিবেশী ভুটানের পারো জেলায় আসে। সেখান থেকে সুদূর অতীতে লাচেন-চু উপত্যকায় এরা এসেছিল পশু পালনের বিচরণভূমি ও সাথে সাথে আলু চাষ-আবাদের জমির খোঁজে। কেননা এদের মুখ্য জীবিকা ছিল পশুপালন ও ব্যাপারির (ব্যবসার) কাজ, সঙ্গে অল্প স্বল্প চাষবাস।

কিন্তু তিববতের সাথে ভারতের সীমান্তে পারাপার বন্ধ হওয়ার পর, লাচেন-পাদের ব্যবসার কাজ, লবণ, উল ইত্যাদির যা প্রধানতঃ তিববতের সাথে হতো তা বন্ধ হয়ে যায় এবং এরা তখন অল্প স্বল্প চাষ-আবাদ আরম্ভ করে। চাষের যোগ্য জমি লাচেনে খুবই সীমিত। এখানে এক জমি থেকে বছরে একবারই ফসল ফলে। এরা প্রধানতঃ আলু, মূলো, বাঁধাকপি, বরবটি চাষ করে। আর আছে এদের আপেল বাগান যদিও আপেলের গুণগতমান খুব ভাল নয়। আলু চাষই এদের প্রধান চাষ। সারা বছর (শীত বাদে) ঘুরে ঘুরে উচ্চতা ও বৃষ্টি অনুযায়ী আলু চাষ হয় লাচেন উপত্যকায়। আলু তাই প্রধান বস্তু খাদ্য তালিকায়।

লাচেন গ্রামটি হিমালয়ের প্রায় নয় হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। এই গ্রামে যেতে হলে শিলিগুড়ি থেকে বাস বা জীপে গ্যাংটক, সিকিমের রাজধানী যেতে হবে। সেখান থেকে জীপে মঙ্গন (উত্তর সিকিমের হেড কোয়ার্টার), তারপর চুংথ্যাং হয়ে লাচেনে পৌঁছতে হয়। তবে রাস্তা খুবই দুর্গম। পায়ে পায়ে বিপদের ঝুঁকি। Land Slide -এর আশঙ্কা। একদিকে অতল খাদ তিস্তা নদীর প্রবাহ অন্য দিকে সুউচ্চ খাড়া পর্বত। তার মাঝে এঁকে বেঁকে সর্পিল রাস্তায় চড়াই, উৎরাই অতিক্রম করতে করতে তিস্তার মোহিনীরূপ উচ্চতায় বিভিন্ন ভাবে দেখতে দেখতে রাস্তার গ্লানি মুছে পৌঁছান যায় লাচেনে। এটা Fair weather road বৃষ্টি বা ধসের কারণে প্রায়ই রাস্তা বন্ধ থাকে। এপ্রিল ও নভেম্বর মাসে রাস্তা কিছুটা ভাল আর ঐ সময়েই যাওয়া যায়। লাচেনে সিকিম সরকারের বন বিভাগের বাংলো আছে। গ্যাংটক থেকে বুক করা যায়।

মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ-এর বেশী এখানে থাকা যাবে না। আরও আগে গেলে বরফের আধিক্য, আরও পরে গেলে বৃষ্টির আধিক্য সঙ্গে সঙ্গে Land Slide -এর প্রকোপ। আবার পুজোর পর অর্থাৎ বৃষ্টির শেষে যাওয়া যায়। কিন্তু অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বর। এরপর প্রচন্ড ঠান্ডা-তুষারপাত। রাস্তা বন্ধ থাকে বরফের জন্য।

পশুপালনই লাচেন-পাদের প্রধান জীবিকা। সঙ্গে পর্যটন, ব্যবসা, কুটীর শিল্প এবং কিছু সরকারী চাকুরীও করে। এরা ইয়াক (চমরী গাই), ভেড়া, ছাগল, খচ্চর ইত্যাদি চরায়। এদের দু-রকমের পশুপালন বৃত্তি আছে-- বেশী উঁচুতে ১৪,০০০ ফুট-এর ওপরে থেকে ১৮,৫০০ ফুট পর্যন্ত আর অল্প উঁচুতে অর্থাৎ ৫,০০০ ফুট থেকে ১৪,০০০ ফুট পর্যন্ত। বেশী উঁচুতে এরা ইয়াক ও ভেড়া চরায়। কিন্তু অল্প উঁচুতে গ, ছাগল, ভেড়া চরায়। সঙ্গে দু-চারটা Low altitude ইয়াক। ওপরের ইয়াকরা নীচে এলে মরে যায়। তাই বরফে আচ্ছাদিত অঞ্চল এদের ভীষণ প্রয়োজন।

লাচেন-পারা চ্যুংথ্যাং এর উত্তরে মেনসিংথ্যাং পর্যন্ত নেমে আসে তাদের গ, ছাগল নিয়ে,এর দক্ষিণে কিন্তু লেপ্চাদের আশ্রয়স্থল। সুতরাং দক্ষিণে মেনসিংথ্যাং পর্যন্ত এদের বিস্তৃতি। আর উত্তরে এরা জেমা হয়ে একটা দল মুগুথ্যাং পর্যন্ত আর একটা দল যায় থ্যাংগু, ডংখ্যুং হয়ে গুডংমার-ছোলামু পর্যন্ত। ১৮,০০০ ফুট-এর ওপর এরা অতিক্রম করে। সাধারণতঃ ইয়াকের চামড়া দিয়ে তৈরী তাঁবুতে এখানে থাকে তবে বর্তমানে পাথরের তৈরী অস্থায়ী এক কামরার ঘরও দেখলাম। সঙ্গেই থাকে ইয়াক ও ভেড়ার দল। আলাদা আলাদা খোয়াড়ে থাকে এরা। এক তৃণভূমি থেকে আরেক তৃণভূমিতে তৃণের সন্ধানে ওরা ঘুরে বেড়ায় পশুদের নিয়ে।

এই যে চক্রাকারে ওরা ঘুরে ঘুরে পশুপালন করে তার একটা সুশৃঙ্খল নিয়ম আছে। লাচেনপাদের ট্রাডিশানাল পঞ্চায়েত আছে যার নাম 'ঝুমসা'। এই ঝুমসার প্রধান হলো 'পিপন'। প্রত্যেক লাচেন-পার পরিবার থেকে একজন অভিভাবক ভোট দিয়ে (শুধু পুষ) এক বছরের জন্য পিপন ও তার সহযোগীদের নির্বাচন করে। তবে স্ত্রীলোকের 'ঝুমসা' তৈরী করার জন্য ভোটদানের অধিকার নেই। শুধু মাত্র পরিবার পিছু একজন পুষ ভোট দেয়। এই পিপনই গ্রামের সর্বেসর্বা। প্রত্যেক ভোটদাতা এগারো জন সদস্য নির্বাচন করে। যে সর্বাধিক ভোট পায় সে 'পিপন' হিসাবে নির্বাচিত হয়। দ্বিতীয় জন পিপন (২)। প্রথম জনই সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। তৃতীয় থেকে সপ্তম অগ্রাধিকারী সদস্যরা 'গিম্বা' নামে পরিচিত। অর্থাৎ মোট পাঁচ জন 'গিম্বা' নির্বাচিত হয়। অষ্টম ও নবম ব্যক্তি ভোটে অগ্রাধিকার অনুযায়ী 'চিপা' নির্বাচিত হয়। এরা স্টোর ও হিসাব দেখাশুনা করে। এছাড়া পিপন নিজে দু জন 'গিয়াপন' ঠিক করে যার কাজ গ্রামবাসীদের সংবাদ পৌঁছে দেওয়া। অন্যদিকে গুম্ফা থেকে সাত জন লামা এই ঝুমসাতে অংশ নেয়। এদের গ্রামবাসী ভোট দিয়ে নির্বাচন করে না। এই গ্রামের হেড লামা নিজেই ঠিক করে। এই সাত জনের মধ্যে একজন 'ছিতুমপা', একজন 'নিয়াপা' ও পাঁচজন 'ওছাই'। 'ওছাই' সাধারণ সদস্য, 'নিয়াপা' স্টোরকিপার আর 'ছিতুমপা' এদের হেড। এইভাবে মোট আঠারো (এগারোসাত) জন সদস্য নিয়ে ঝুমসা গঠিত হয়। প্রত্যেকবার নির্বাচনে এই ব্যক্তিও দাঁড়াতে পারে--বাধা নেই। তবে ঝুমসার সদস্যকে অবশ্যই লাচেন-পা হতে হবে। অন্য গোষ্ঠী হলে হবে না। আবার গ্রামে তার জমি, বসতি ইত্যাদি থাকা দরকার অর্থাৎ বাইরের লোকে ঝুমসাতে অংশ নিতে পারবে না। এখানে অন্য সব গ্রামের মত গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। একেবারে পুরোপুরি নিজস্ব নিয়মে এরা চালায় তাদের রাজত্ব। পিপন সরাসরি ডি.সি. ও মুখ্যমন্ত্রীর (সিকিমের) সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলে। পিপনের ক্ষমতা খুব বেশী। গ্রাম পরিচালনা, কৃষিকাজ,পশুপালন, কাঠ সংগ্রহ, বিবাদ ইত্যাদি সমস্ত কাজে পিপনের নির্দেশ মান্য করতে হয়। কবে কোন তৃণভূমিতে পশুদের নিয়ে যাবে, কদিন থাকবে তা ঠিক করে পিপন। নির্দিষ্ট দিনের একদিন আগে বা পরে যাওয়া চলবে না। জরিমানা দিতে হবে। এই ভাবে তৃণভূমির ঘাস সংরক্ষণ করে থাকে লাচেন-পারা। এতে সারা বছরই চক্রাকারে পশুদের জন্য ঘাস পাওয়া যায়। আবার এরা ইয়াকের মাংস খায়। এদের সমাজে যার যত বেশী ইয়াক আছে মর্যাদা তার তত বেশী।

লাচেন-পাদের পোষাকের নাম 'ছুবা'। এটা আলখাল্লা জাতীয় ঢিলে পোষাক। সাধারণ ভাবে আমরা যাকে বলি 'বাকু'। ছেলেদের বাকুকে বলে ' ফো-খো',লম্বা হাতার কোট, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা। কোমরে থাকে 'কেরা' বা বেল্ট। আর মেয়েদের বাকু -হাতা বিহীন, পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা। বাকুর ভিতরে রয়েছে 'হাঞ্জু' অর্থাৎ লম্বা হাতার ব্লাউজ। বিবাহিতা মেয়েরা 'পাংদেন' অর্থাৎ ডুরে -এ্যপ্রন এর মতো পরে। এটা কোমর থেকে নীচে সামনের দিকে ঝোলে। এরা লোম ও চামড়া মিশ্রিত জুতো পরে। শীতের জন্য এরা এই অঞ্চলে লোমের তৈরী বাকু পরে শীতকালে। অন্য সময়ে কাপড়ের, তা গরম, সিন্থেটিক বা কার্পাসের যাই হোক না কেন।

লাচেন-পারা যেহেতু এক জায়গায় সারা বছর থাকে না বা থাকা সম্ভব হয় না, তাই তাদের বাসস্থানও একটি নয়। লাচেনের উত্তরে থ্যাংগু, ডংখ্যুং, ছোলামু, মুগুথ্যাং-এ যেখানে এরা পশুদের নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। আবার লাচেনের দক্ষিণে ছাতেন,লাটং, রাবুম, ডেংগা, মেনসিংথ্যাং যেখানে ছাগল, গ, ঘোড়া চড়ায়। এগুলো নীচু পাহাড়ের বাসস্থান। আর লাচেনে আছে সবার একটি করে আস্তানা, যার বেশীর ভাগই এখন কাঠ,মাটি ও টিন দিয়ে তৈরী। লাচেনের ঘরই এদের মুখ্য বাসস্থান।

এদের সমাজে পলিয়ানড্রি অর্থাৎ বহুভর্তৃক এবং পলিগামী বা বহুপত্নীক উভয় রীতি বর্তমান। নারী পুষ উভয়ই একাধিক বিবাহের অধিকারী। একাধিক স্বামীর ঘর করাতে কোন সমস্যা নেই। তবে নিকট রক্ত-সম্বন্ধীয় আত্মীয়দের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। কন্যাপণ প্রথা এদের মধ্যে নেই।

এদের জীবনযাত্রা সাধারণের থেকে আলাদা। দ্রৌপদীর মত এখানে বহুস্বামী প্রথা বর্তমান। এক সংসারের সব ভাইরা একটি স্ত্রীকে ভাগ করে নেয়। মনে হয় জীবিকার প্রয়োজনে এরা এই প্রথা বেছে নিয়েছিল। চাষের জমি কম, তাই একটি স্ত্রী সংসারে থাকলে জমি ভাগ নিয়ে কম ঝন্‌ঝাট। আবার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি সময়ে বিভিন্ন বাড়ীতে থাকার জন্য স্বামীরা ভাগ করে ঘর দেখাশুনা করতে পারে।

এদের ঝিাস সন্তানরা তার পিতার থেকে পায় শুধুমাত্র শরীরের অস্থি অর্থাৎ হাড় আর মা দেয় রক্ত-মাংস ইত্যাদি দেহের যাবতীয় অংশ। তাই মামা অর্থাৎ মাতৃকুল এদের অনেক বেশী আপন, কাকা অর্থাৎ পিতৃকুলের থেকে। বিয়ের ব্যাপারে মামাই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। একেবারে অর্থাৎ কথা লেনদেন থেকে বিয়ের শেষ পর্যন্ত।

তবে বর্তমানে বহুভর্তৃক প্রথার প্রায় অবলুপ্তি হয়েছে। এখন সাধারণতঃ দুই ভাই একটি স্ত্রীকে ভাগ করে নিচ্ছে। আবার অনেকেই আলাদা আলাদা ভাবে বিয়ে করছে।

এদের জীবনযাত্রায় গুম্ফা বা মনেস্টীর প্রভাব অপরিসীম। এরা সবাই বৌদ্ধ। প্রত্যেক পরিবার থেকে একটি ছেলে গুম্ফায় এসে লামা জীবনযাত্রায় যোগ দেয়। ধর্ম অধ্যয়ন থেকে ধর্ম আচরণ নিয়ে সে জীবন কাটিয়ে দেয়। অন্যান্য গ্রামবাসীরা নির্দিষ্ট দিনে, তিথিতে গুম্ফায় যায়। প্রার্থনা, পূজা ইত্যাদি করে। লাচেন গ্রামে মেয়েদের আলাদা গুম্ফা বা 'ইনে' আছে। বয়স্ক মহিলারা (৫০ উর্দ্ধে) সেখানে যায়, তাদের ছেলেদের বিয়ের পরে ঘরে বৌ এলে। এই ইনেতে পুষের প্রবেশাধিকার নেই। মেয়ে লামাকে অ্যানে বা লামানি বলে। এরা সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় নিজ নিজ বাসগৃহে ফিরে আসে। লাচেন-পাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গুম্ফার প্রভাব অপরিসীম।

সিকিমের লামাধর্মী লাচেন-পাদের সমাজের কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে ধর্ম, গুম্ফা বা মনেষ্ট্রি এবং লামা। জন্ম থেকে মৃত্যু প্রবাহ এই লামাতন্ত্র দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচা

লিত। এরা পরম বিশ্বাসে লামাদের বিভিন্ন অনুশাসন হৃষ্টচিত্তে পালন করে চলেছে। এদের সমাজে ছেলে মেয়ে সবাই সম-মর্যাদার অংশীদার, সমান আদরণীয়। সন্তানের জন্মের তিনদিন পরে লামা তার পবিত্র জলধারা ঘরের চৌদিহির মধ্যে বর্ষিত করে গৃহ, প্রসূতি ও সন্তানকে পরিশোধিত করে। আবার গুম্ফাতে গিয়ে প্রধান লামার কাছ থেকে নবজাতকের নামকরণ করা হয়। লামার নির্ধারিত নামেই সে পরিচিত হয়। পুষ বা নারীর অনেক সময় একই নাম পাওয়া যায়। মাতাপিতা সন্তানকে সাধারণতঃ তার সুবিধা অনুযায়ী এক বছর বয়সের মধ্যে গুম্ফায় লামার কাছে নামকরণের জন্য নিয়ে যায়। এ সময় বাচ্চারা চুল কাটা বেঁধে দেয় ইয়াক মারার জন্য। তখন সুউচ্চ পাহাড় থেকে লাচেন গ্রামে ইয়াকদের আনা হয় মারার জন্য। এরা ইয়াকের মাংস সারা বছর ধরে খায়। তবে ফেব্রুয়ারীর শেষে/মার্চের প্রথমে এই মাংস থ্যাংগুতে নিয়ে যায়। এরপরে আরও উত্তরে ডংখ্যুং, মুগুথ্যাং, গুডংমার, ছোলামু ইত্যাদি সুউচ্চ স্থানে ইয়াক চড়াবার সাথে সাথে এই মাংসও নিয়ে যায়। রেফ্রিজারেটর এখানে লাগে না। প্রকৃতিদত্ত বরফই সেই কাজ করে।

কৃষিকাজেও আলু বোনার দিন, আলু তোলার দিন পিপন বেঁধে দেয় ভূমির উচ্চতা অনুযায়ী। সবাই তা মান্য করে। কাঠ এদের নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এত ঠান্ডায় এরা সব সময় ঘরে কাঠ জ্বালিয়ে রাখে। শীতে তো সবাই সেই আগুনের পাশেই শুয়ে বসে কাজ করে। পিপনের নির্দেশ এখানেও-- কবে কাঠ কাটতে যাবে, কোনদিকে যাবে, কোনদিকে যাবে না, জঙ্গল সংরক্ষণ করবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি চালাতে পিপনের ক্ষমতা অপরিসীম, আবার দুর্নীতির বিচার ও শাস্তি পিপনই নির্ধারণ করে। সামাজিক কোন সমস্যা উদ্ভব হলে তাও সমাধান করে পিপন। সুতরাং পিপনের প্রভাব লাচেন পাদের জীবনে অপরিসীম।

পশুপালন এদের প্রধান জীবিকা। চাষের জমি খুবই স্বল্প। যাও আছে তাও পরিমাণে এবং গুণগত বিচারে যথেষ্ট নয়। কোনো খাদ্যশস্য অর্থাৎ চাল বা গম জাতীয় কিছু এখানে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এখানকার ভূ-প্রকৃতি ও জলবায়ুতে শুধুই আলু ও কিছু সব্জি চাষ হয়। বরফ এখানে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত অল্প বেশী পড়ে। যত উচ্চতা বাড়ে, বরফ তত বেশী পড়ে আর বেশী দিন পড়ে। এই অঞ্চলে গাছপালা নেই, শুধু বরফ যখন যায় তখন তৃণভূমিতে ভূখন্ড আচ্ছাদিত হয়। মনে হয় যেন সবুজ কার্পেট। কেননা ঘাস এখানে ১ ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। এগুলো খুব পুষ্টিকর ঘাস। উচ্চতা অনুযায়ী ঘাসের রকমফের আছে। লাচেন গ্রামের আশেপাশে Agrositis myriantha, Carex nubegina, Tripogon filiforrmis ইত্যাদি জাতের ঘাস পাওয়া যায়। গেগনে Oryzopsis spp ঘাস হয়। জেমু উপত্যকায় Carex Avena aspera ইত্যাদি ঘাস জন্মে। লোনক বা মুগুথাং উপত্যকায় Agropyron longearistatum, Scerpus carecis জাতের ঘাস জন্মায়। এই সমস্ত ঘাস নীচু জমিতে হয় না। বরফ গলা জলে এদের জন্ম। এরা উচ্চতায় খুব বেশী হতেপারে না। তবে খুব ঘন। ইয়াকের জিহ্বা খুব লম্বা। তাই ছোট ঘাস টেনে খেতে অসুবিধা হয় না।

এই বরফ গলা জলে পুষ্ট ঘাস খেলে ইয়াকের দুধ ঘন ও পরিমানে বেশী হয়। লাচেন-পারা বলে ওষুধ ঘাস। এই ঘাস খেলে পশুদের অসুখও করে না। এই দুধ কিন্তু এরা পান করে না। এর থেকে তৈরী করে মাখন, পনীর, ছুরপী ইত্যাদি। ছুরপী হলো খুব শক্ত জমানো পনীর জাতীয় খাবার। এদের খুব প্রিয়, অনেকটা আমাদের শক্ত চক্লেটের মতো। কিন্তু ছুরপী মিষ্টি বা নোন্তা কোনোটাই নয়। চৌকো করে কেটে কেটে মালা করে রেখে দেয়। সহজে নষ্ট হয় না। এসব ছাড়া এরা ইয়াক ও ভেড়া থেকে পাওয়া লোম বা উল থেকে তৈরী করে কম্বল বা কার্পেট। এই শীতপ্রধান অঞ্চলে এগুলোর চাহিদা খুব বেশী। সবার ঘরে একাধিক কম্বল ও কার্পেট থাকে। এদের কার্পেট পৃথিবী খ্যাত। তাছাড়া পোষাকও বানায় লোম দিয়ে যেমন টুপি, দস্তানা, মোজা, কোর্ট,ব্যাগ ইত্যাদি। ইয়াকের শরীরের বিভিন্ন অংশের লোম থেকে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরী হয় -- নরম থেকে শক্ত। লেজ দিয়ে তৈরী করে চামড় -- যা পুজোতে আরতির সময় লাগে। ইয়াকের লেজের খুব চাহিদা। সাদা লেজ ২,০০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়। কালো লেজ ৮০০ টাকা। ইয়াকের মাংস এদের খুব প্রিয় এবং প্রধান খাদ্য। ইয়াকের মাংস শরীর গরম রাখে। এই ঠান্ডায় মাংস এদের নিত্যকার দ্রব্য। এরা ইয়াকের নাড়ি ভুড়ি এমন কি রক্তও খায়। নিজস্ব প্রক্রিয়ায় রন্ধন করে। চর্বিটা সারা বছর ধরে খায়। এত ঠান্ডায় কিছুই নষ্ট হয় না -- প্রকৃতি-দত্ত Natural freeze এখানে। ইয়াকের চামড়া থেকে এরা টুপি, জুতো তৈরী করে। তবে তাঁবু যা কিনা ১৮,০০০ ফুট-এর উপরে বাসস্থানের জন্য লাগে তা ইয়াকের চামড়া থেকে তৈরী হয়। আবার চামড়ার ছোট ছোট ব্যাগে লাচেন-পারা মাখন রাখে। এইভাবে রাখলে অনেকদিন থাকে এই ঠান্ডায়। ইয়াকের শিং থেকে তৈরী করে বিভিন্ন রকমের সাজাবার জিনিস -- যার বেশীটাই তিব্বতী ঢং-এর। ইয়াকের কিছুই বাদ যায় না। এদের সমাজে যার যত বেশী ইয়াক আছে মর্যাদা তার হয়। প্রথম কাটে রিম্বুচি অর্থাৎ প্রধান লামা। তারপর বাবা অথবা অন্য কেউ। তবে মুখে ভাতের কোন অনুষ্ঠান এদের নেই। নামকরণের ২/৩ দিন বাদে চম্পা (ভুট্টা বা গমের গুড়ো) খাইয়ে দেবে বাচ্চাকে।

লাচেন-পাদের জীবনে মৃত্যুকে বেদনাময় না করার চেষ্টা থাকে। মৃতের পরিবারের সবাই খাদা (Scarf) ও টাকা নিয়ে সমবেদনা জানাতে যায়। এরা শবদেহ শুইয়ে রাখে না। একটা বাক্সে বসিয়ে রাখে। ঐ বাক্সটাকে DUM বলে। চার হাত-পা বেঁধে বসিয়ে নিয়ে যায় শানে (THURHAY) । এক থেকে সাত দিন পর্যন্ত, তিথি বিচার করে দিন ঠিক করে পোড়ান হয়।

ছাঙ বা ছ্যাং হল এদের স্থানীয় পানীয়। সবাই সে ছোট তিনমাসের শিশু থেকে বয়স্ক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ছ্যাং পান করে। প্রচন্ড ঠান্ডায় যা অতি প্রয়োজনীয়। সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানে জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদিতে ছ্যাং চাই-ই চাই। এই স্থানীয় মদ, ' কোছো' নামের এক রকম শস্য (Minor millet) থেকে তৈরী করে। প্রত্যেক পরিবারে এই ছ্যাং তৈরী হয়। আর বাঁশের গ্লাস ও বাঁশের পাইপ সহযোগে তা পান করে। এই ছ্যাং কিন্তু স্বাস্থ্যকর ও শক্তিবর্দ্ধক। এদের কাছে ছ্যাং " কোদোমাইসিন" অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর টনিক।

মাংস এরা খুবই খায়। সংগতি থাকলে রোজ দুবেলাই। এই ঠান্ডায় এর খুব প্রয়োজন। শরীর গরম রাখে। দুধ পান না করলেও দুধ জাতীয় সব খাদ্য এরা খায়। মাখন, ঘোল, ছুরপী ইত্যাদি এদের খুবই উপাদেয় খাদ্য। এরা বাঁশের চোং-এর ভিতর মাখন, গরম জল ও নুন দিয়ে চা তৈরী করে। দুধ বা চিনি দেয় না। সারাদিন চা পান করে। নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। ভোর থেকে শুতে যাওয়া অবধি ফায়ার প্লেসের ধারে বসে চা-খেতে এরা খুবই ভালবাসে। এরা ভাত খায়। তিব্বত থেকে এরা এটা রপ্ত করেছে। আর সিকিম তো চালেরই জায়গা। তিব্বতী ভাষায় সিকিমকে বলে ' দেনজং' অর্থাৎ "অজ্ঞাত ধান্যক্ষেত্র"। দক্ষিণ ও পূর্ব সিকিমে ভাল চাল উৎপাদন হয় পাহাড়ে ঢালে ঢালে আর তিস্তা নদী উপত্যকায়। তাই এ দেশে চালের অভাব নেই। সরকার লাচেন-পাদের চাল সরবরাহ করে। আলু এরা খুব খায়। সব্জি বলতে এরা আলুই বোঝে সঙ্গে মাঝে মাঝে বাঁধাকপি, মুলো আর জঙ্গলের শাক সব্জি।

বর্তমানে এখানে পর্যটন শিল্পের সূচনা হয়েছে। লাচেন গ্রামে পর্যটকদের আগমন ঘটছে। কিন্তু ভূ-প্রকৃতি এখানে বন্ধুর আর জলবায়ু বলতে ঠান্ডা, বেশী ঠান্ডা,অত্যধিক ঠান্ডা। এদের গ্রীষ্মকালই অসম্ভব ঠান্ডা। পারদ ১০০ নীচে। আর আছে রোদের লুকোচুরি অর্থাৎ ভীষণ কৃপণ রোদ এদের বেলায়। সারাদিন রোদ দেখা যায় না। কয়েকঘন্টা বাদেই মেঘ তারপর বৃষ্টি-কুয়াশা। আবহাওয়া তাই পর্যটকদের বিমুখ করে। আর সরাসরি কেউ এখানে আসতে পারে না। সিকিম সরকার থেকে অনুমোদন সঙ্গে মিলিটারীদের পাশ (Pass) অবশ্যই লাগ্‌বে। তাই পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হয়।

তবুও একদিনের জন্য কোন কোন অত্যুৎসাহী গাড়ি যায় লাচেন-ছোপ্‌তা ও গুডুংমার লেক দেখতে, ইয়াক দেখতে। তাই লাচেন-পাদের সহজ সরল সুন্দর সাধারণ জীবনযাত্রায় বাইরের প্রভাব পড়তে আরম্ভ করছে। তাই জানি না আর কতদিন তথা কথিত সভ্যতার করালগ্রাস থেকে মুক্ত থাকবে এই লাচেন -- লাচেন সুন্দরী। স্বর্গ বলে কিছু আছে কিনা জানি না, তবে লাচেন-পাদের সাথে কটা দিন কাটালে মনে হয় স্বর্গ এটাই।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com